শাসকদের সম্পদ ও ক্ষমতাবৃদ্ধির বাসনা আর, অকুতোভয় অভিযাত্রীদের উদ্দীপনাকে সংযত অভিযানে পরিণত করার মতো সাংগঠনিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতাও ইউরোপীয়দের আয়ত্তে এসেছিল। ভয়াল সমুদ্রকে ভয় না করার, শত্রুর আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য তারা জাহাজ নির্মাণের উন্নত কৃৎ-কৌশলও আয়ত্ত করে। পনেরো শতকের মধ্যে ইউরোপীয় জাহাজগুলি এমনভাবে নির্মিত হতে থাকে যে, যে-কোনও সমুদ্রে তাদের যথেচ্ছ বিচরণ সম্ভব হয়। উত্তরসাগর এবং আটলান্টিক উপকূলে ব্যবহৃত সুদৃঢ়, চওড়া এবং চৌকো পাল-চালিত জাহাজের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরে চালু দাঁড়-বাহী 'গ্যালি' এবং আফ্রিকার উপকূলবর্তী সমুদ্রে ব্যবহৃত ত্রিকোণপাল বিশিষ্ট ক্ষুদ্রায়তন জাহাজের সমন্বয় ঘটিয়ে অকূল দরিয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী জাহাজ তৈরি হয়। যথেষ্ট পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র যুক্ত হওয়ায় এই জাহাজগুলি চৈনিক 'জ্যাঙ্ক'-এর মতো অধিক,যোদ্ধাবহনের দায়িত্বমুক্ত ছিল। এর ফলে ইউরোপীয়দের সমুদ্রগামী জাহাজে অনেক কম সংখ্যক নাবিক-সেনার খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা থাকলেই চলতো। ক্ষুদ্রাকৃতির কামানের ব্যবহারও তাদের বাড়তি সুবিধা দিয়েছিল। গিলমোর জানিয়েছেন যে, এতোদিন মনুষ্যশ্রম চালিত দাঁড়যুক্ত 'গ্যালি' (galleys)-গুলি উপকূল ধরে যাত্রা, স্বল্প দূরত্ব এবং শান্ত সমুদ্রের পক্ষে যথেষ্ট হলেও, প্রশান্ত বা আটলান্টিক সমুদ্রের মতো অশান্ত, অজ্ঞাত, বিপদসংকুল মহাসাগর পাড়ি দিতে অক্ষম ছিল। কিন্তু নতুন ধরনের জাহাজ নির্মিত হওয়ায় এই অসুবিধা দূর হয়। ঝোড়ো বাতাস নিয়ন্ত্রণ, গতিবৃদ্ধিতে সক্ষম এই আধা-বাণিজ্য, আধা-রণপোতগুলি অ-শ্বেতাঙ্গদের প্রতিরোধ ব্যর্থ করে দিয়ে, তাদের জগতের উপর শ্বেতাঙ্গদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল, সপ্ত-সিন্ধুর কোনও স্থানই আর তাদের অগম্য ছিল না।

পর্তুগিজদের ভূমিকা ঃ পাঁচটি মহাদেশের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ইউরোপের কাছে নতুন সমুদ্রপথ এবং নতুন ভূখণ্ডের উপর অধিকার স্থাপন ছিল অত্যন্ত জরুরি। প্রাচ্যের বহু বিচিত্র এবং দুর্লভ পণ্য সম্ভারের জন্য ইউরোপীয়দের চাহিদার তীব্রতাও কমেনি। কিন্তু পণ্য আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য পথগুলির উপর তাদের কর্তৃত্বের অবসান পনেরো শতকের মধ্যেই ঘটে যায় পূর্বরোমান সাম্রাজ্য এবং পশ্চিম এশিয়া অটোমান তুর্কিদের কর্তৃত্বাধীনে চলে যাওয়ায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভূমধ্যসাগরের মুসলিম জলদস্যুদের ভয়ংকর উপদ্রব। সুতরাং পুরোনো বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং বাণিজ্যপথের বিকল্প সন্ধান ইউরোপীয়দের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে, আর, এই উদ্যোগে অংশ নেয় পশ্চিম ইউরোপের পর্তুগাল, স্পেন, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড এবং ফ্রান্স। পঞ্চদশ শতকের সামুদ্রিক অভিযানের অবিস্মরণীয় এই কর্মকাণ্ডে অগ্রবর্তীর ভূমিকা নিয়েছিল পর্তুগাল এবং তা সম্ভব করে দিয়েছিলেন প্রিন্স হেনরি "দ্য নেভিগেটর" (১৩৯৪-১৪৬০ খ্রিঃ)।

রাজা প্রথম জনের তৃতীয় পুত্র হেনরি উত্তর মরোক্কো উপকূলে অবস্থিত সিউটা (Ceuta) দখলের সময় (১৪১৫) পর্তুগিজদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তখনই তিনি সাহারা অতিক্রম করে স্বর্ণ-পথের বিষয় অবগত হন। এরপর স্বয়ং কোনও সামুদ্রিক

Scanned with CamScanner

অভিযানে অংশ না নিলেও হেনরি হয়ে ওঠেন পর্তুগিজ অভিযাত্রীদের প্রধান প্রেরণা এবং শিক্ষক। পর্তুগালের উপকূলবর্তী অঞ্চল সাগ্রেস (Sagres)-এ তিনি গড়ে তোলেন এমন এক কেন্দ্র যা প্রাচীন ভৌগোলিক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ঐতিহ্যকে সমুদ্র অভিযাত্রীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমন্বয়িত করার দায়িত্ব পালন করতো। এই কেন্দ্রেই নতুন ভৌগোলিক তথ্যসমূহের বিচার বিশ্লেষণ এবং সমুদ্রগামী পোতের ব্যবহার-উপযোগী সরঞ্জাম নির্মাণ করে' পর্তুগিজ তথা ইউরোপীয়দের পরিচিত পৃথিবীর সীমানার সম্প্রসারণ ঘটানোর মহৎ কর্ম সাধিত হতো। পনেরো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত হেনরি অনন্যমনা হয়ে নিজের সমস্ত উদ্যম, বিদ্যা এবং সম্বল সামুদ্রিক অভিযানকে সফল করার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। স্বয়ং নৌবিদ্যায় সুদক্ষ প্রিন্স হেনরি প্রচলিত ভৌগোলিক ধারণাগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষার সঙ্গে বিদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারেও ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ। পর্তুগালের নাবিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তিনি যে বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে শিক্ষা দিতেন অভিজ্ঞ নাবিকরা। তা ছাড়া নৌযোদ্ধাদের সামুদ্রিক অভিযানে পাঠিয়ে তিনি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেন, তা-ই কিছুকালের মধ্যে ভৌগোলিক আবিষ্কার ও নতুন সমুদ্রপথের প্রচেষ্টায় অগ্রণীর ভূমিকা নিতে পর্তুগিজদের সক্ষম করে দিয়েছিল। ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর আগে আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রার প্রাথমিক ও দুরূহ প্রচেষ্টা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। প্রিন্স হেনরির জীবনের শেষের দিকের উদ্যমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ভেনিসীয় আলভাইস ডা কাদামোস্তো (Alvise da Cadamosto) যাঁর আফ্রিকা বিষয়ক রচনা নাবিকদের যথেষ্ট কাজে লেগেছিল। গিনি উপকূল, দ্য আজোরেস এবং কেপভার্দি দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে পর্তুগিজদের পরিচয় এভাবেই হয়।

১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দের পর সামুদ্রিক অভিযানে স্পেনের তৎপরতা বৃদ্ধি নতুন করে পর্তুগিজ সরকারকে ভৌগোলিক আবিষ্কারে অংশ নিতে বাধ্য করে এবং ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় জন সিংহাসনে বসার পর পর্তুগিজদের প্রাচ্যে পৌঁছনোর প্রয়াস সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছয়। ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে কভিলহাম এবং পেইজ্যা নামে দুই নাবিককে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের পথে পাঠানো হয় মশলার সন্ধানে। এই সময়েই ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন ভাস্কো-ডা-গামা, দিয়েগো ক্যাম কঙ্গো আবিষ্কার করেছিলেন, আর বার্থেলোমিউ দিয়াজ কেপ অফ-গুড-হোপ পরিক্রমায় সফল হয়েছিলেন। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কালিকট বন্দরে ভাস্কো-ডা-গামার উপনীত হওয়াকে ভৌগোলিক অভিযান ও সমুদ্রপথ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এরপরই পর্তুগালের রাজা (মানুয়েল) এমানুয়েল দ্য ফরচুনেট "Lord of the Conquest, Navigation and Commerce of Ethiopia, Arabia, Persia and India" উপাধি গ্রহণ করেন। ১৫১১ থেকে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পর্তুগিজরা মালাক্কা, ক্যান্টন এবং লিউচিউ দ্বীপপুঞ্জেও পৌঁছেছিল।

Scanned with CamScanner

ভাস্কো-ডা-গামা এবং তাঁর পর কেব্রাল, ভারত মহাসাগরে আরব বণিকদের একাধিপত্য নাশেও সফল হন, মিশর এবং তার উত্তরের মুসলমান রাজ্যগুলি বিধ্বস্ত করেন ফ্রান্সিসকো-দা-আলমেইডা। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই গোয়া, মালাক্কা এবং ওরমুজের উপর পর্তুগিজ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় এবং লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলিতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা বাস্তব ঘটনা হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে গোয়া পরিণত হয় পর্তুগিজ-ভারতের রাজধানী। পর্তুগালের বিখ্যাত কবি কামুন্‌স তাঁর 'লুসিয়াড' কাব্যগ্রন্থে পশ্চিম ভারতসাগরে পর্তুগালের বিজয় কীর্তন করেছেন এবং ঐতিহাসিক কুটো এবং ব্যারেজ স্বদেশের এই সাফল্যের উল্লেখ করেছেন বারবার।

ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজ জাহাজগুলি ঢোকার পরই সেখানে শান্ত বাণিজ্য শেষ হয়ে যায়। তাদের হিংস্র আক্রমণের সামনে অন্যান্য দেশের বাণিজ্য পোতগুলি দাঁড়াতেই পারেনি। ডাচ সমাজতত্ত্ববিদ বাট্রাম শ্রিকে (Bertram Shrieke)-র মতে ভারত মহাসাগরের বণিকদের বাণিজ্যে শান্তির নিয়ম মেনে চলতে হতো কিন্তু পর্তুগিজরা তা ভেঙে দেয়। পর্তুগিজ অভিযানগুলির মধ্যে ক্রুশেডের যে মেজাজ ছিল, তা-ই তাদের মুসলিম জাহাজগুলি আক্রমণে প্ররোচিত করতো। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভাস্কো-ডা-গামার নিজস্ব অবদান—মুসলিম তীর্থযাত্রীবাহী জাহাজগুলির উপর আক্রমণ।

১৫০০ খ্রিস্টাব্দে পেড্রো আলভারেস কেব্রালকে আরও ঘুর পথে ভাস্কো-ডা-গামার অনুসরণের জন্য পাঠানো হলে তিনি এতোটাই পশ্চিমের দিকে বেঁকে অভিযান পরিচালনা করেন যে শেষপর্যন্ত তিনি পৌঁছন ব্রাজিলের উপকূলে। সেখান থেকেই তিনি ব্রাজিলে এক উপনিবেশ স্থাপনের সুপারিশ করেন পর্তুগিজ সরকারের কাছে। তবে তখনো তিনি জানতেন না যে, হঠাৎ তিনি যে দেশে পৌঁছেছেন সেটা একটা মহাদেশের অংশ। কালিকটে পৌঁছনোর পথে তাকে একটা 'Stopping place' হিসেবে ব্যবহারের কথাই তিনি স্বদেশের কর্তৃপক্ষকে জানান।

স্পেন ঃ সামুদ্রিক অভিযানে স্পেনের অংশ নেওয়ার পিছনে দীর্ঘ প্রস্তুতি পর্ব না থাকলেও, অপরিমিত সম্পদের উৎস-বৃহত্তম ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনে তার সাফল্য পনেরো শতকের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে ওঠে। পর্তুগিজদের প্রাচ্যে আধিপত্য স্থাপনের সমকালীন ছিল পশ্চিম গোলার্ধে তার অভিযান পাঠানোর উদ্যোগ। আটলান্টিকের অপর পারে এক ভূখণ্ডের অস্তিত্ব বিষয়ে ইউরোপীয়দের একটা আব্‌ছা ধারণা গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগ থেকে। মাদেইরা, ক্যানারি, আজোরেস, কেপভার্দির সঙ্গে পর্তুগিজ নাবিকদের পরিচয় অন্যান্য ইউরোপীয় নাবিকদেরও আটলান্টিক অভিযানে উৎসাহিত করেছিল, যদিও কলাম্বাসের আগে তাঁরা কোনও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি।

Scanned with CamScanner